গ্রুপ-৯-এর দখলে সাভার

● খোন্দকার তাজউদ্দিন

সাভার-আশুলিয়া এখন সন্ত্রাসীদের নিরাপদ অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। ঝুট ব্যবসা, মাদক ব্যবসা, চাঁদাবাজি, অপহরণ, গুম, রাহাজানিসহ এমন কোনো অপরাধ নেই– যা এ অপরাধী চক্র করছে না। সাভার-আশুলিয়ার অপরাধ জগৎ এখন নিয়ন্ত্রণ করছে ৯ জন গডফাদার। স্থানীয়ভাবে এদের বলা হয় গ্রুপ-৯। এই গ্রুপ-৯-এর সদস্যদের দাপটে অস্থির হয়ে পড়েছে স্থানীয় জনগণ। ঢাকা-১৯ আসনের সাংসদ ডা. এনামুর রহমান এনাম নিজেও গ্রুপ-৯-এর সদস্যদের কাছে অসহায় হয়ে পড়েছেন।

গ্রুপ-৯-এর সদস্যদের গ্রেফতার করে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামাল দিলেও তা কার্যকর হচ্ছে না। বরং সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো দিন দিন আরো বেপরোয়া হয়ে উঠছে। স্থানীয় সাংসদ ডা. এনামুর রহমানের কোনো রাজনৈতিক ভিত না থাকায় সন্ত্রাসীরা তাকে পাত্তা দিচ্ছে না।

এসব সন্ত্রাসী এতটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে, তারা গণমাধ্যম কর্মীদের হত্যার হুমকি দিতেও দ্বিধা করছে না। দৈনিক জনকণ্ঠ প্রতিনিধি সৌমিত্র মানবকে সাভারের শীর্ষ সন্ত্রাসী সাবেক মেম্বার শাহাদাতের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মতিন জবাই করে হত্যা করার হুমকি দিয়েছে। এ নিয়ে নিরাপত্তা চেয়ে থানায় জিডি করা হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সাভারে এখন গ্রুপ-৯ রামরাজত্ব চালালেও মূল ক্ষমতার দাপট ৪ জনের হাতে। আলোচিত-সমালোচিত এই ৪ সন্ত্রাসী হলো তুহিন, মন্টু, শাহাদাৎ ও দুলাল।

সাবেক মেম্বার শাহাদাৎ নিয়ন্ত্রণ করছে সাভারের ইপিজেড এলাকা। গার্মেন্টসের ঝুট নামানো ও অস্থিরতা সৃষ্টি করা এ গ্রুপের কাজ। গার্মেন্টস ছাড়া চাঁদাবাজি ও জমি দখল করা তার নেশায় পরিণত হয়েছে। তার সন্ত্রাসী বাহিনী পরিচালনা করছে মনসুর, হারুন, সুমন ও মন্টু। এরা সবাই সাভারের আলোচিত সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত। এ বাহিনী বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের আত্মীয় সাইদুলবারি বাকিনের ৯২ শতাংশ জায়গা, যোগাযোগমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের নিকট আত্মীয় ও নোয়াখালীর বেগমঞ্জ উপজেলার পৌর মেয়রের জায়গা, আরি আরা পোল্ট্রি ফার্মের ১০ বিঘা ও জিল্লুর অ্যান্ড প্রজেক্টের জায়গা দখল করে নিয়েছে। সে বাইপাইলে বাংলা ক্লাব নামে একটি ক্লাব পরিচালনা করছে। এই ক্লাবের ব্যানারে জমি দখল, চাঁদা আদায়, মাদক ব্যবসা ও গার্মেন্টসের ঝুট ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে। শিল্প-কারখানা ও গার্মেন্টস মালিকরা এ বাহিনীর কাছে অসহায়।

সাভার পৌর এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে সন্ত্রাসী যুবলীগ নেতা তুহিন। তার সহযোগী শান্ত। আলোচিত এ সন্ত্রাসী গত ৮ মাসে প্রায় ৫০ কোটি টাকার মালিক বনে গেছে। জানা গেছে, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ঝুট ব্যবসা, মাদক ব্যবসা, বালু ব্যবসা, পাথর ব্যবসা, জমি দখল সব অপকর্মের সঙ্গে জড়িত সে।

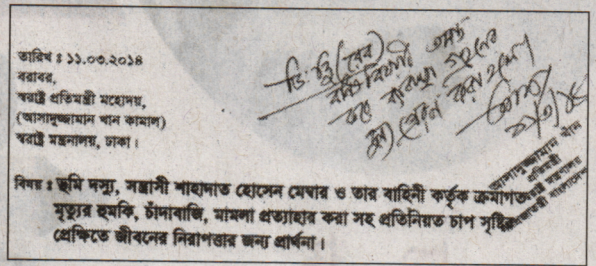

তারিখ ঃ ১১.০৩.২০১৪
বরাবর,
স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মহোদয়,
(আসাদুজ্জামান খান কামাল)
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়, ঢাকা।

বিষয় ঃ ভূমি দস্যু, সন্ত্রাসী শাহাদাত হোসেন মেম্বার ও তার বাহিনী কর্তৃক ক্রমাগত মৃত্যুর হুমকি, চাঁদাবাজি, মামলা প্রত্যাহার করা সহ প্রতিনিয়ত চাপ সৃষ্টির প্রেক্ষিতে জীবনের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা।

সন্ত্রাসী শাহাদাত হোসেনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেছেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

আশুলিয়ার ইয়ারপুরে সব অপকর্মের নায়ক মজিবুর রহমান ওরফে চোরা মজিবর। তাকে সব ধরনের অপকর্মে সহায়তা করে সুমন ভুঁইয়া বাহিনীর প্রধান সুমন। এলাকায় জমি দখল, চাঁদা আদায়, মাটি কাটা, মাটি ভরাট, বালু ভরাট ও ঝুট ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে এ বাহিনী। এ বাহিনীতে ২৫ থেকে ৩০ সশস্ত্র যুবক কাজ করে। আমানউল্লাহ ও শামসুল হক শামসু, খুনি তাহের মৃধা এ বাহিনীর সক্রিয় সদস্য।

আওয়ামী লীগ দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় এলে সাভারে মূর্তিমান আতঙ্ক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে শীর্ষ সন্ত্রাসী হানিফ, ঝুট রানা, রাজন, রনি, সেলিম গু-া, আকবর গু-া, মোশাররফ হোসেন মুসা, সোহেল তালুকদার, দুলাল তালুকদার, রাজীব, সমর ও মনসুর মৃধা। এরা সবাই স্থানীয় সাংসদ ডা. এনামুর রহমানের কাছের লোক বলে পরিচিত।

ডা. এনামের ৫ স্ত্রীর মধ্যে প্রথম ও পঞ্চম স্ত্রী ঝুট ব্যবসার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। জানা গেছে, আলোচিত এই সন্ত্রাসীরা উভয় স্ত্রীর আশীর্বাদ নিয়ে সব অপকর্ম করে যাচ্ছে। এরা এক সময় সাবেক সাংসদ মুরাদ জংয়ের ঘনিষ্ঠ ছিল। এখন ডা. এনামের লোক হিসেবে পরিচিত। এদের সবাই ঝুট ব্যবসা, মাদক ব্যবসা, জমি দখল, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ও অস্ত্রের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকেন্দ্রিক যে চোরাই সোনার সিন্ডিকেট রয়েছে তা নিয়ন্ত্রণ করা হয় আশুলিয়া থেকে। সোনা চোরাকারবারিরা বিমানবন্দর থেকে সোনা বের করে উত্তরা হয়ে আশুলিয়ায় চলে আসে। এখানে স্থানীয় সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো সহায়তা করে।

রাজধানীর মিরপুরকেন্দ্রিক ঝুট ব্যবসা ও মাদক ব্যবসায়ীরা সব ধরনের অপকর্ম করে আশুলিয়ায় চলে যায়। তারা প্রতিপক্ষকে অপহরণ করে আশুলিয়ায় রেখে চাঁদা আদায় করে। উত্তরবঙ্গ থেকে ফেনসিডিলের বড় চালান আসে। চোরাকারবারিরা এই ফেনসিডিল সাভার, তেঁতুলঝরা বাসস্ট্যান্ড ও আমিনবাজারে নামিয়ে দেয়। জানা গেছে, নাইট কোচের গাড়িগুলোতে ফেনসিডিল আনা হয়। বস্তা ভর্তি এসব ফেনসিডিল রাতের মধ্যেই সরিয়ে ফেলা হয়। যুবলীগ নেতা সুমন ভূঁইয়া, জামান, চোর মুজিবর, আরিফ মাতবর, সেলিম মন্ডল, গণি চেয়ারম্যান, ঝুট, সোনা চোরাকারবারী, মাদক, ট্রাক ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িত। জানা যায়, সাভার-আশুলিয়া এখন মাদক ব্যবসায়ীরা ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করছে। সাভারের সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সাংসদ ডা. এনামুর রহমান এনাম বলেন, 'আমি নিজে কোনো সন্ত্রাসী গ্রুপ লালন করি না। আমার কোনো স্ত্রী ঝুট ব্যবসা করে না। কেউ আমার স্ত্রীদের নাম ভাঙাচ্ছে কিনা সে বিষয়ে খোঁজ নেয়া হবে। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা যেই করুক না কেন, তাকে গ্রেফতার করতে কোনো বাধা নেই। কোনো সন্ত্রাসীর পক্ষে আমি দাঁড়াব না। গ্রুপ-৯ নামে কোনো বাহিনী গঠন করা হলে তাদের গ্রেফতার করতে কোনো বাধা নেই। সাভারে নানা ধরনের অপরাধী আছে। প্রশাসনও তৎপর আছে। কেউ অপরাধ করে পার পাবে না।' অন্যদিকে ঢাকা জেলার এসপি হাবিব বলেন, সাভারে অপরাধীদের চিহ্নিত করা হয়েছে, তাদের গ্রেফতার করতে চেষ্টা করা হচ্ছে। ■